বরিশালের এক প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিদ্যালয় তহবিলের অর্ধকোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে। এ নিয়ে বরিশাল মাধ্যমিক ও উচ্চ অফিসার এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তরা কাছে দরখাস্ত করেছেন এক অভিভাবক। শিক্ষকের নাম সুলতান আহমেদ। তিনি বরিশাল সদর উপজেল বিদ্যালয়ে কর্মরত ছিলেন। লাবনী সিকদার নামের অভিভাবক মঙ্গলবার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মুনিবুর রহমান বরাবর অভিযোগ দিলে তিনি (উ মাহফুজুর রহমানকে তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেন।

অভিযোগে বলা হয়েছে, শিক্ষক সুলতান আহমেদ ১৭ বছর মোয়াজ্জেম হোসেন
উচ্চ বিদ্যালয়ে কর্মরত ছিলেন। ১৪ জানুয়ারি তিনি অবসরে যান। বিধি অনুযায়ী সহকারী প্রধান শিক্ষকের কাছে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়ার কথা থাকে দেখিয়ে পছন্দের সহকারী শিক্ষিকা শামসুন্নাহারকে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব দেন। চাকরিতে থাকা অবস্থায় সুলতান আহমেদ নানা ‍ টাকা অত্মসাৎ করেছেন। কোনোভাবে যেন দুর্নীতি ফাঁস হয়ে না যেতে পারে এ জন্যই পছন্দের শিক্ষককে দায়িত্ব দিয়েছেন তিনি। করোনা কালে বি আনুষঙ্গিক চাঁদা তোলার অভিযোগ রয়েছে সুলতান আহমদের বিরুদ্ধে। অবসরে যাওয়ার পর এখন পর্যন্ত তিনি বিদ্যালয়ের আয়-ব্যয়ের হিসাব, খ বিদ্যালয়ের জমির দলিল, স্টল ভাড়ার ডিডসহ যাবতীয় ডকুমেন্ট হস্তান্তর করেননি। বিদ্যালয়ের নতুন ভবন নির্মাণ দেখাশোনার দায়িত্বের অজুহ সাড়ে ৩ লাখ টাকার একটি ভাউচার পাশ করান সুলতান আহমেদ। শায়েস্তাবদ ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের সদস্য কবির হোসেন তালুকদার বলেন শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিজনের কাছ থেকে তিনি ২ থেকে ৩ লাখ টাকা নিয়েছেন। অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে প্রধান শিক্ষক সুলতান দেওয়া হয়েছে তা মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। স্কুলের কোনো টাকা আমি গ্রহণ করিনি। আমাকে হেয়প্রতিপন্ন করার জন্য এমনটা করা হয়েছে।